# ২০২১-এ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ভাবনা

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি!"

নীতীশ বিশ্বাস

## সূচনার শব্দমালাঃ

আজ ২১শে ফেব্রুয়ারি। একুশের শহিদ মিনারের পাদমূলে দাঁড়িয়ে একজন বাংলাভাষী ভারতবাসী হিসেবে প্রথমেই দুই দেশের তুলনা সামনে এসে যায়,-আমরা জানি দুই দেশের বাঙালি এখন দুই রকম। বাংলাদেশে ওরা রাজা আর ভারতের বাঙালিরা অবহেলিত তৃতীয় শ্রেণীর প্রজা। তবুও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বড় বড় পত্র-পত্রিকা, রেডিও বা টিভি চ্যানেল গুলোর কোথাও বাংলার প্রতি সত্যিকার ভালোবাসার যেনো কোন প্রকাশই নে আমাদের পোড়া চোখে পড়েইনা। এরাজ্যের শাসক দলেরও নেই যথার্থ ভূমিকা। যা প্রতিবেশী রাজ্য থেকে সুদূর অন্ধ্র,তামিলনাড়ু, কেরলে তাদের মুখ্য ভাষার জন্য আছে।

## বর্তমান ভারতে বাংলা ভাষীদের দায়বদ্ধতাঃ

আমাদের জাতীয়তা ভারতীয় একথা আইনত ঠিক কিন্তু ঐতিহাসিক ও ভাষিক পরিচয়ে ভারত একটি মহাজাতি । অজস্র জাতিসত্তার স্রোত ধারার এক মহাসামুদ্রিক তার মেল বন্ধন। 'বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান'। আজ এই মহামিলনকে উগ্র ও অন্ধ এক শ্রেণীর ভণ্ড-দেশ-প্রেমিকেরা এক স্রোতা নদীতে রূপান্তরিত করতে চায়, তারা ভারত নামক এই মহাদেশকে চেনে না, অথবা তার মহত্ব,বিশালত্ব, গভীরতা অনুভবের শক্তিহীন এক সংকীর্ণতায় আক্রান্ত । ভ্রান্ত দর্শনের এই পূজারিরা গায়ের জোরে সমুদ্রকে খালে রূপান্তরের অপচেষ্টা করছে। তাই তারা আক্রমণ করছে এর মহান বহুত্ববাদী উদার সাংস্কৃতিক চরিত্রকে, পাহাড়-অরণ্য-সমুদ্রসম সহিষ্ণুতাকে। এর নানা ভাষা নানা পরিধান আর নানা রুচি,নানা খানার সম্মানকে। -একুশের সাফল্য ছিল, মাতৃভাষার উন্নয়ন ও মুক্তিতে। তাই সে শহিদানের দিন আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।বিশ্বের কাছে আলোক শিখা।

Society Language and Culture

## নয়া শিক্ষা নীতির নামে গৈরিক গোলক ধাঁ ধাঁ:

সম্প্রতি গেরুয়া শাসকশ্রেণী তার খল-চিন্তার দ্বারা এই সাগর-সংস্কৃতিকে গেরুয়া খালের অপসংস্কৃতির বোতলে ভরবার অপচেষ্টা হিসেবে যে নয়া শিক্ষানীতি ঘোষণা করেছে তার পরতে পরতে একভাষা এক জাতি একধর্মের প্রবর্তনার ভয়ানক আক্রমণ, বীভৎস হুংকার । তাদের আসল উদ্দেশ্য সেই হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থান। তাই এক গোলক ধাঁধাঁ মার্কা অবৈজ্ঞানিক দানবিক পদক্ষেপই সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর বাংলার বুদ্ধিজীবীদের ঘুমভাঙার আবেদন জানিয়ে তাই বলতে চাই, এর মুখ্য উদ্দিষ্ট কিন্তু বাংলা ভাষা ও ভারতে বাংলা ভাষী।

কোনো বন্ধু জেগে ঘুমোন আর কেউ হয়তো ঘুমিয়েই থাকুন, ফলশ্রুতি কিন্তু একই হবে। অন্য দিকে আপনাদের মনে আছে পূর্ব পাকিস্তানে যে ভাষা আন্দোলন তার দার্শনিক নেতৃত্বে ছিলেন অনেকের সঙ্গে মওলানা ভাসানী, রনেশ

দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন, আব্দুল মতীন,মুনীর চৌধূরীসহ আরোসব সাম্যবাদী পন্ডিতেরা । মুনীর চৌধুরির কবর নাটকতো সেই জেলেই রচিত ও অভিনীত । সে আন্দোলনে ধর্মের ভয়ানক বিশ্বশক্তির মদত আর সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ থাকলেও তা সফল হয়নি । আর যদি ঐ সব তাত্ত্বিক বুদ্ধিজীবীদের বড় অংশকে খান সেনারা (স্বাধীনতার দুদিন আগে) খুন না করতে পারতো এবং আন্তর্জাতিক অবস্থা আর একটু সহায়ক হোত তাহলে বাংলা দেশের মুক্তি যুদ্ধ আর একটি ভিয়েতনামের জন্ম দিতে পারতো, হয়তোবা ।তাহলে পৃথিবী আর এক আশ্চর্য বিপ্লব দেখতো।তাই কবি সনাতন কবিয়াল লিখেছিলেন- *"বিপ্লব সেতো মহা মহীরূহ,একুশে অঙ্কুর"* ।।সে যাই হোক একুশের এই দিকদিশারী মুক্তি-যুদ্ধের সামনে দাঁড়িয়ে আমারা ভারতের ভাষা গণতন্ত্রের যুদ্ধ তথা দেশে মাতৃভাষার পরে আক্রমণ ও সে বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির কথাই আজকের মুখ্য নিবেদন ।

**ভারতে বাংলা ভাষাঃ**

ভারতের প্রায় সব রাজ্যে তাদের প্রধান-ভাষা সে রাজ্যের প্রশাসনে ও সব মাধ্যমের স্কুলে আবশ্যিক ভাবে পড়তে হয়। কেবল পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা-এই দুই বাঙালি-প্রধান রাজ্য তার বাইরে। এমন কি বামপন্থী কেরলেও মালয়ালম আবশ্যিক। আর নতুন শিক্ষা নীতিতে আঞ্চলিক ভাষার বিপরীতে ধ্রুপদি ভাষার বিশেষ সুযোগের কথাবলে মোদি সরকার প্রতিবাদী তামিল সহ দক্ষিণীভাষা সমূহকে আলাদা করে দিতে চাইছে । যাতে জোরদার আন্দোলন না গড়ে ওঠে। এমন কি আমাদের প্রতিবেশী ওড়িয়া ভাষাকেও সেই ধ্রুপদি তকমা তারা দিয়েছে। তবে সকলেই জানেন ্মণিপুরে অসমে উগ্র-অন্ধত্ব তাদের সংস্কৃতি রক্ষার নতুন বর্ম। কিন্তু রবীন্দ্র-নজরুল-বিবেকানন্দ-সুভাষচন্দ্রের বাংলা তো বলতে পারবেনা ,"অবাঙালি বাংলা ছাড়ো"। আর আমরা তা ভাবতেও পারি না। তাই আজ ভারতে দ্বিতীয় প্রধান ভাষাগোষ্ঠী হয়েও বাঙালিই এদের কাছে জার্মানীর ইহুদির মতো হয়ে পড়ছে । কারণ এই বিপ্লবী জাতিসত্তা যে দেশ ভাগেও শেষ হয়ে যায় নি, তা ভারতের স্বাধীনতার শত্রু সেদিনের বৃটিশ-বন্ধুরা জানে। বিশেষ করে বাংলা দেশের জন্ম প্রমাণ করেছে যে জাতিসত্তার অমল আশ্রয় মাতৃভাষা, কোন ভাবেই ধর্মান্ধতা নয়। তাই বাংলা দেশের জন্ম ভারতের এই কুচক্রী শাসকদের আর একবার বাঙালি বিদ্বেষী বৃটিশের মতো সচেতন করেছে যে বাংলা ভাষী বিপ্লবী জাতিকে কিন্তু নিঃশেষ করা যায়নি। সেই চক্রান্তই নব্য নাৎসী শ্যামাপ্রসাদবাবুর শিষ্যরা তথা সেদিনের ২১শে বিরোধী আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের ভক্ত মোদী বাহিনী নতুন ভাবে এনেছে এন আর সি, ক্যা থেকে এন আর পির মাধ্যমে ।তাই আসাম সহ উত্তর ভারত জ্বলছে। তাই -নাগরিকত্বের নাগপাশে ভরতের ব্রাত্য বাংলা ভাষী ও তাদের ভাষা বাংলা।

Society Language and Culture

**সময়ের চিন্তাঃ**

করোনার অতিমারির অভিশাপ থেকে উঠে আসার স্বপ্ন নিয়ে ২০২১শের ২১শে ফেব্রুয়ারি এলো। এবছর বঙ্গবন্ধুর জন্ম শত বর্ষ। নেতাজির ১২৫ বছর। বিদ্যাসাগরের ২০০ বছর। ঢাকার শহিদ সাহিত্যিক সোমেন চন্দের শতবর্ষ ।মুনীর চৌধুরী সহ বুদ্ধিজীবীদের হত্যা ও একাত্তুরের মুক্তি যুদ্ধের ৫০বছর। ১৯৫২র ভাষা আন্দোলনের ৭০বছর। আর এই করোনার বছর আমরা দেখেছি শাহিনবাগে ভারত-মাতাদের অবিস্মরণীয় আন্দোলন, নাসিকের কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্তের মহান মহামিছিল এবং দুইশতাধিক শহিদের জীবনদানে সংহত সিঙ্ঘু সীমান্তসহ দিল্লির চার

পাশের আন্দোলন। কৃষক নিধন বিলের বিরুদ্ধে এ এক নতুন জালিয়ান-ওয়ালাবাগ। যা আজও চলছে। --বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বুকে নিয়ে একজন ভারতীয়ের চোখে এই সব ছবি ভেসে উঠে,জেগে থেকে, আমাদের জাগায়।

**আসুন প্রতিজ্ঞা করিঃ**

আবার বলি বিদ্যাসাগর- রবীন্দ্রনাথ -নজরুল- নেতাজি- বঙ্গবন্ধু - বিবেকানন্দ-রাণী রাসমণি, হরি-গুরুচাঁদ-রাইচরণ-রোকেয়া -ঠাকুর পঞ্চানন থেকে লালন-সিরাজের বাংলাকে আমরা ধর্ম বর্ণের উর্ধ্বে রেখে আগামি দিনের মানব মুক্তির দিকে ধাবিত করতে চাই সম্মিলিত মানবিক উদার ঐক্যে। **তাই চাই ভাষা গণতন্ত্র।** আমাদের মাতৃভাষার যথার্থ সম্মান ও অধিকার চাই । তাই চাই বাংলার ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি, চাই কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরির সব পরীক্ষায় বাংলাভাষা, চাই কেন্দ্রীয় স্কুলসহ অন্য রাজ্যে প্রাথমিক থেকে স্কুলস্তরে মাতৃভাষা তথা বাংলা ভাষা আবশ্যিক করাতে । আর পশ্চিমবঙ্গ ,আসাম,ত্রিপুরা, ঝাড়খন্ড ও আন্দামানের রাজ্যস্কুলেসহ কেন্দ্রীয় স্কুলের পাঠ্যেআসুক বাংলা। সর্বশেষে এই একুশের পূণ্য লগ্নে আমাদের দাবি এরাজ্যের কোনো বাংলাস্কুল বন্ধ করা চলবেনা, তার পরিকাঠামো উন্নত করে পুরনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতের হবে। বাংলাকে রাজ্যের সমস্ত মাধ্যমের স্কুলে আবশ্যিক ভাবে পাঠ্য করতে হবে ।

*(নীতীশ বিশ্বাস, সমাজ ভাষা গবেষক, সর্বভারতীয় বাংলা ভাষা মঞ্চের কেন্দ্রীয় সম্পাদক।)*

Society Language and Culture